দৈনিক ইনকিলাব

১০

তারিখ ... 05 MAY 97

পৃষ্ঠা ৭৭ কলাম ১

# ইসলামী শিক্ষা মুছে ফেলার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে

## –মাওলানা আবদুল লতিফ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল লতিফ বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছে। ইসলামী শিক্ষা মুছে ফেলার জন্য তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চায়। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মাথায় টুপি পরবে, 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজ তুলবে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে– এমন গোষ্ঠী তারা রাখতে চায় না। তিনি গতকাল মহাখালীস্থ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ও মসজিদে গাউছুল আজম কমপ্লেক্সে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ৭ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র পরিষদ (আইসিপি)-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তৃতাকালে একথা বলেন। তিনি সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা খতম করার ষড়যন্ত্র বন্ধ করান, মাদ্রাসা শিক্ষার উপর হাত দিবেন না। প্রয়োজনে ২০ লাখ মাদ্রসা ছাত্রকে ঢাকায় এনে সমাবেশ করে প্রতিবাদ জানানো হবে।

ইসলামী ছাত্র পরিষদের বিদায়ী সভাপতি মোঃ তেলাওয়াত হোসাইন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস, নেছারিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা কাফিল উদ্দিন, ইসলামী ছাত্র পরিষদের নতুন সভাপতি মুফতী মোঃ ইলিয়াস, মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদের আহবায়ক আবদুস সবুর, ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি আবদুল খালেক, আবু তাহের, ছাত্র প্রতিনিধি মনির হোসেন, মহিউদ্দীন, জামাল হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, ছাইফুল্লাহ, আবদুস সামাদ, ওয়ালী উল্লাহ, মাহবুবুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ ও বিপুলসংখ্যক ছাত্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা আবদুল লতিফ বলেন, ১৯৭৮ সালের আগে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ছিল না, মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সার্টিফিকেটের মূল্যায়ন ছিল না, চাকরির নিশ্চয়তা ছিল না। '৭৭ সালে ঢাকায় মহাসম্মেলনে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা এমএ মান্নান মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব দেন। তাই আজ সর্বত্র মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি মিলছে। তিনি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন না করার আহবান জানান। সম্মেলনের ঘোষণায় ৯ দফা প্রস্তাব পেশ করা হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল, মঞ্জুরীপ্রাপ্ত সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান, প্রতি থানায় দু'টি করে ইসলামী মিশনারী প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, বৃত্তি, চাকরিসহ সর্বক্ষেত্রে ফাজিলকে ডিগ্রী, কামিলকে এমএ'র মান প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদান, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট পৃথক টেক্সটবুক বোর্ড গঠন, প্রতি বিভাগে একটি মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একটি করে মাদ্রাসা বোর্ড স্থাপন, জাতীয় আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কোরআন ও হাদীস বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু, প্রতি বিভাগে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক সেনানিবাসে আলীয়া মাদ্রাসা স্থাপন, সকল শিক্ষককে শতকরা ১শ' ভাগ বেতন-ভাতা প্রদান ইত্যাদি।

সম্মেলনে সাবেক ধর্মমন্ত্রী আলহাজ্ব মাওলানা এমএ মান্নানকে প্রধান উপদেষ্টা করে ইসলামী ছাত্র পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ, জাতীয় স্থায়ী পরিষদ, মুফতী মোঃ ইলিয়াসকে সভাপতি, আবদুল খালেককে সিনিয়র সহ-সভাপতি, মোঃ গোলাম মোস্তফাকে সাধারণ সম্পাদক ও মনির হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২ বছর মেয়াদী জাতীয় কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।